দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 20 JAN 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

20

শিক্ষাঙ্গন

শিশুদের নৈতিক শিক্ষা

একমাত্র শিক্ষিত নাগরিকই সুনাগরিকের দাবীদার রাষ্ট্রে নাগরিকগণ শিক্ষিত হলে রাষ্ট্র ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে থাকে। আমাদের বাংলাদেশে অপেক্ষাকৃত শিক্ষিতের হার অতিনগণ্য।

তাই জাতিকে শিক্ষিত করে তুলতে হলে আগে আমাদের দৃষ্টি ফেরাতে হবে ভবিষ্যৎ বংশধরদের প্রতি। শিশুরা যাতে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হতে না পারে। এদেরকে শৈশবকাল থেকেই উপযুক্ত মানসিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। চারিত্র্যিক গুণাবলীতে, আচার-আচরণে। কথা বার্তায় চাল-চলনে এদেরকে করতে হবে পরিপূর্ণ। যাতে শৈশবকাল থেকেই এরা নৈতিক আদর্শে আদর্শবান হতে পারে।

যে কোন মানব মানবীর মধ্যে ৩টি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ স্মৃতি শক্তি, এ বৈশিষ্ট্য সবার মধ্যেই কমবেশী পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত বুদ্ধি, বুদ্ধি এমন একটি গুণ যা সবার মাঝে তেমন পাওয়া যায় না। অপেক্ষাকৃত কম লোকই এই গুণের অধিকারী হয়ে থাকে। এই কারণে দেখা যায় যে, শিশু প্রথম শ্রেণীতে কৃতিত্বের সাথে পাস করে পরবর্তীতে হয়তো সে শিশু দ্বিতীয় শ্রেণীতে আরেকটু খারাপ করে থাকে। এমনিভাবে যতই উপরের শ্রেণীতে উঠতে থাকে ততই আশানুরূপ ফলাফল থেকে বঞ্চিত হতে থাকে। এমনকি অনেক সময় যে ছেলে-মেয়েরা প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়ে থাকে তারাই আবার এসএসসি পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগ পেয়ে থাকে। অনুরূপভাবে এইচএসসি এবং ডিগ্রীতে কোন রকমে চেষ্টা তদবীর করে তৃতীয় বিভাগে পাস করে থাকে। এর কারণ হিসেবে যদি আমরা তাদের পড়ালেখায় অমনোযোগীকে দায়ী করি তাহলে সেটা হবে একেবারেই ভ্রান্ত ধারণা। কেননা যখন শিশুরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে তখন তাদের স্মৃতি শক্তি অত্যন্ত প্রবল থাকে। সে সময়ে তাদের মুখস্ত বিষয়ের পরিধি খুবই কম থাকে। আস্তে আস্তে যখন মুখস্ত বিষয়ের পরিধি স্মৃতি শক্তির আয়ত্তের বাইরে চলে যায়, তখনই তারা পরীক্ষায় খারাপ রেজাল্ট করতে থাকে। তখন তাদের স্মৃতি শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে, তখন যে গুণটি অধিক কাজ করে থাকে, সেটি হলো বুদ্ধি। যে ছেলেমেয়ে শৈশব কালেই নৈতিক চরিত্রের পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। একমাত্র তারাই তাদের বুদ্ধি এবং স্মৃতি শক্তি উভয় গুণের সমন্বয়ে জীবনে কৃতকার্য হয়ে থাকে। আর তাকে বলে মেধাবী। শুধু স্মৃতি শক্তি থাকলেই মেধাবী বলা চলে না, বরং যে উভয় গুণে গুণান্বিত সে-ই মেধাবী ছাত্র ছাত্রী।

আর তৃতীয়তঃ হচ্ছে কল্পনা শক্তি। এ গুণটা প্রায় হাজারে দু'এক জন লাভ করে থাকে, যারা এ কল্পনা শক্তির অধিকারী, তারাই হয়ে থাকে কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক আর বুদ্ধিজীবী। যে জাতি মত বেশী করি সাহিত্যিক, দার্শনিক, বুদ্ধিজীবী লাভ করবে সে জাতি বিশ্বের দরবারে তত বেশী সমাদৃত হবে।

শিশুদের বিকাশমান প্রতিভাকে বিকাশিত হতে সহায়তা না করে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করলে, তারা নিরুসাহিত হয়ে ভ্রান্ত পথে চলে যেতে পারে। এতে তারা শৈশব থেকেই মেধাশক্তি হারিয়ে ফেলতে পারে। এজন্যই বলা হয়ে থাকে— "শৈশব কালই চরিত্র গঠনের একমাত্র উত্তম সময়।"

তাই শিশুদের শৈশবকালেই নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তাদের লুপ্ত প্রতিভাকে প্রস্ফুটিত বিকাশিত করে তুলতে হবে। আর এ দায়িত্ব একমাত্র পিতা মাতা ও অভিভাবক এবং প্রাথমিক শিক্ষকদের। যাতে আমাদের দেশের প্রতিটি ছেলেমেয়ে উল্লেখিত নৈতিক গুণাবলীতে গুণান্বিত হয়ে দেশ ও জাতির উন্নতি সাধন করতে পারে। সে দিকে সরকার এবং অভিভাবকদের সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

—মোঃ আব্দুল বাতেন মিয়াজী